হারানো মুক্তার হার
বদরে আলম

হারানো মুক্তার হার

বদরে আলম

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

www.pathagar.com

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ২৩৪

৩য় প্রকাশ
শাওয়াল ১৪৩০
আশ্বিন ১৪১৬
অক্টোবর ২০০৯

বিনিময় ঃ ১৫.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

HARANO MUKTAR HAR by Bodre Alam. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shrishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Price : Taka 15.00 Only

www.pathagar.com

যে গল্পগুলো এ বইয়ে আছে

বিষয়	পৃষ্ঠা
১. আল আতাশ	৫
২. তিন বন্ধুর ত্যাগ	৮
৩. হারানো মুক্তার হার	১৩
৪. সাগরের ঢেউ	১৯
৫. পরিবর্তন	২৪
৬. প্রতিশোধ	২৯

www.pathagar.com

আসল আত্যাশা

আজকে সব ছেলেমেয়েরা তাড়াতাড়ি এসে পড়েছিল। মা খুব খুশী হলেন। কাউকে ডাকতে হয়নি।

"আম্মা আজকে ত্যাগের উপর আর একটি কাহিনী শোনান, রফিক বললো।

"ঠিক আছে, শোনাবো। কিন্তু গল্পের উদ্দেশ্য তখনি পুরো হবে যখন গল্প শুনে নিজেও ঐভাবে চলতে শিখবে। আল্লাহও খুশী হবেন, নিজের মনটাও খুশী হবে।" মা বললেন।

"বলুন আম্মা," শফিক বললো।

আম্মা গল্প বলতে আরম্ভ করলেন। "কি আদর্শ মানুষ ছিলেন তারা, যাদের উপর আল্লাহ রাজি ছিলেন এবং তারাও আল্লাহর সাথে রাজি।"

"আপনি কি রাসূলের সাহাবীদের কোন গল্প শোনাবেন?" রফিক বললো।

"হ্যাঁ তাই। সেই ভাল লোকদের গল্প।" মা বললেন, "একবার এক যুদ্ধে শত্রুর সংখ্যা বেশী ছিল, আর মুসলমানরা কম ছিল। তারপরও মুসলমানরা জিতে গেলো। কিন্তু অনেক মুসলমান শহীদ হলেন ও অনেকে আহত হলেন।"

"যুদ্ধ শেষ হবার পর মুসলমানরা শহীদদের দাফনের ব্যবস্থা করতে ও আহতদেরকে সেবা করতে লাগলেন। এক সাহাবী যুদ্ধের মাঠে তার চাচাত ভাইকে আহত অবস্থায় দেখলেন। তার শরীরে তীর এবং তরবারীর অনেক আঘাত। ঐ আঘাতের জায়গা থেকে অনেক রক্ত বেরিয়ে গেছে। শরীর থেকে বেশী

www.pathagar.com

রক্ত বেরিয়ে গেলে পিপাসা বেশী পায়। পিপাসার জন্য তিনি 'আল আতাশ, আল আতাশ' বলে চিৎকার করছেন।"

"আল আতাশ এর অর্থ কি আম্মা ?" শফিক বললো।

"অর্থ পিপাসা লাগছে, পানি দাও," মা আবার গল্প বলতে লাগলেন।

"এক ভাই অন্য ভাইকে পিপাসার্ত দেখে ঘাড় থেকে পানির ছাগল নামালো।"

"পানির ছাগল আবার কিরে বাবা," রাফিয়া বললো।

মা বললেন, "পানির ছাগল মানে ছাগলের চামড়ার থলে, যেটাতে পানি ভরে ঘাড়ের সাথে ঝুলিয়ে রাখা হয়। যাক, পানির ছাগল নিয়ে সেই আহত ভাইয়ের মুখে দিল। আহত ভাই পানি খাবার জন্য মুখ খোলার সাথে সাথে পাশ থেকে আর একজন আহত চীৎকার করে উঠলো, 'আল আতাশ, আল আতাশ'।

এই ডাক শুনে আহত ভাই বললো, 'প্রথমে তাকে পানি খাওয়াও, তারপর আমাকে।'

আনিসা আপা হঠাৎ বললেন, "এটাকে বলে আসল ত্যাগ। এত পিপাসা, জান যায়, পানি মুখের কাছে তারপরও নিজে না খেয়ে অন্য ভাইকে দেবার কথা বলছে।"

মা বললেন, "তখন সাহাবী প্রথম আহতের মুখের কাছ থেকে পানির ছাগল অর্থাৎ পানির মশক নিয়ে দ্বিতীয় আহতের কাছে দৌড়ে গেলেন এবং তার মুখের কাছে তা ধরলেন। ঠিক সেই সময়ে তৃতীয় আর এক ব্যক্তি চীৎকার করে উঠলেন, 'আল আতাশ, আল আতাশ'।

দ্বিতীয় ব্যক্তি মুখ সরিয়ে নিয়ে বললেন, আমাকে পরে খাওয়াবেন, প্রথমে ঐ ব্যক্তিকে দিন।

www.pathagar.com

"তারপর কি হলো আম্মা।" রাফিয়া বললো।

"তারপর শুনলে তোমরা কেঁদে ফেলবে।

মা বললেন, "ঐ সাহাবী যখন তৃতীয় ব্যক্তির কাছে পানি খাওয়াতে যান তখন দেখলেন, তিনি মারা গেছেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন বলে তিনি দ্বিতীয় ব্যক্তির কাছে এলেন, দেখলেন তিনিও মারা গেছেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন পড়ে তিনি প্রথম আহত তার চাচাত ভাই-এর কাছে আসলেন, দেখলেন তিনিও মারা গেছেন। সাহাবী ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন পড়ে থ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন।

আম্মার চোখে অশ্রু। সবাই কেঁদে ফেলেছে। আম্মা বললেন, "দেখলে এটাকে বলে ত্যাগ। অন্যকে সাহায্য করার জন্য নিজের জীবনের পরওয়া করেননি তারা।"

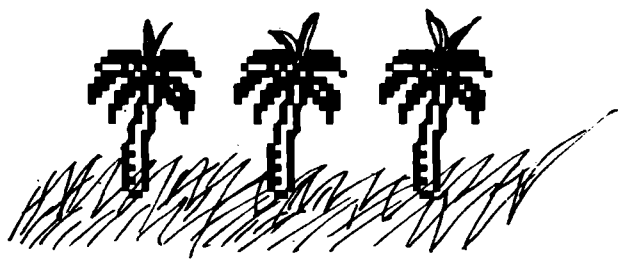

www.pathagar.com

তিন বন্ধুর ত্যাগ

শফিক পড়ার কামরায় বসে ত্যাগ শব্দের অর্থ মুখস্ত করছে। "ত্যাগ মানে দাবি ছেড়ে দেয়া।" "ত্যাগ মানে দাবি ছেড়ে দেয়া।"

মা শফিককে ডাক দিলেন, "শফিক"। "আসি আম্মা" বলে শফিক কিছুক্ষণের মধ্যে এসে পড়লো।

মা বললেন, "কি মুখস্ত করছিলে?"

"শব্দের অর্থ।" শফিক বললো।

"কোন শব্দের অর্থ?"

www.pathagar.com

"ত্যাগ-এর অর্থ।"

"অর্থ কি বুঝেছ?"

"ত্যাগ মানে দাবি ছেড়ে দেয়া।"

"এর মানে।"

"মানেটানে তো বুঝি না। মাষ্টার সাহেব অর্থ লিখিয়ে দিয়েছেন এবং মুখস্ত করতে বলেছেন।"

"শব্দের অর্থ শুধু মুখস্ত করলেই বুজে আসে না, এস আমি তোমাদেরকে একটি গল্পের মাধ্যমে বুঝাই," মা বললেন। অন্যান্য ছেলেমেয়েরাও গল্প শোনার জন্য কাছে এসে বসলো।

মা বললেন, "বহুদিন আগের কথা। হযরত ওয়াকেদি নামে একজন বড় আলেম ছিলেন। যার হাজার হাজার হাদীস মুখস্ত ছিলো। তিনি প্রিয় রাসূল (সা)-কে বড় ভাল বাসতেন এবং উনার কথার উপর আমল করতেন।"

"আমল। আমলের অর্থ কি আম্মা?" শফিক প্রশ্ন করলো।

"আমল মানে ভাল কাজ করা। যেভাবে রাসূল (সা) করতে বলেছেন, সেভাবেই কাজটা করা। হযরত ওয়াকেদি হাদীসের উপর আমল করতেন। জানতেন যে প্রিয় নবী (সা) সবসময় অন্য লোকের উপকার করতেন যদিও এতে অনেক সময় ওনার নিজের ক্ষতি হতো।"

"বাহ! বাহ! প্রিয় নবীজি তো খুব ভাল লোক ছিলেন।" সাফিয়া মাথা নাড়িয়ে খুশী হয়ে বললো।

"এটাই ত্যাগ। নিজের লাভ বাদ দিয়ে অন্যকে উপকার করা।" মা বললেন।

"আম্মা গল্পটা বলুন।" শফিক বললো।

"হযরত ওয়াকেদি বড় দানশীল ছিলেন।" আম্মা বললেন, "দানশীল মানে যে আল্লাহর রাস্তায় বেশী করে খরচ করে। অন্য

www.pathagar.com

লোককে বেশী করে টাকা দেয়। হযরত ওয়াকেদি এই ধরনের লোক ছিলেন। তিনি যা কামাই করতেন তা অভাবী লোকদের দিয়ে দিতেন। একবার ঈদের সময় ওনার বউ বললেন ঃ শুনছো। ঈদ আসছে।"

"হ্যা। হ্যাঁ। আমার মনে আছে।"

মনে রাখো ছেলেমেয়েদের কাপড় নেই। সবার নতুন কাপড় বানাতে হবে। তা না হলে সবাই ঈদে খুশী করবে আর আমাদের ছেয়েমেয়েরা কাঁদবে।"

হযরত ওয়াকেদি খুব চিন্তায় পড়লেন। হাতে টাকা নেই আর ঈদ কাছে এসে পড়েছে। চিন্তা করতে করতে মনে পড়লো এক ব্যবসায়ী বন্ধুর কথা। ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লেন। বন্ধুর বাসায় পৌছলেন। সালাম করে, বসলেন। বন্ধু তার অবস্থা জিজ্ঞেস করলেন। ওয়াকেদি সব কথা খুলে বললেন।

বন্ধুর সামনে এক থলেতে টাকা ছিল।

"ওয়াকেদি ভাই। টাকার থলেটি নিয়ে যাও।"

হযরত ওয়াকেদি ওই টাকার থলে নিয়ে বাসায় ফিরলেন। বউকে থলেটা দিয়ে দিলেন।

কিছুক্ষণ পর ওয়াকেদির বন্ধু হাশেমি আসলেন। তিনি খুব পেরেশান এবং ওনার কিছু টাকার খুব প্রয়োজন। বাড়ির প্রাচীর পড়ে গেছে। বাড়িটা বেপরদা হয়ে গেছে। এই শুনে ওয়াকেদি তার বউকে বললেন, "টাকার থলে থেকে অর্ধেক টাকা বের করে নাও আর অর্ধেক টাকা হাশেমি সাহেবকে দিয়ে দাও।"

ওয়াকেদির বউ খুব নেক বিবি ছিলেন। তিনি তার স্বামীকে বললেন, "আপনি একজন আলিম। আপনার ব্যবসায়ী বন্ধু আলিম না তবুও সে আপনাকে পুরো থলে দিয়ে দিলো। আপনি কি এই ত্যাগ করতে পারেন না।"

www.pathagar.com

"তাহলে কি করবো।"

"নিন। পুরো থলে হাশেমি সাহেবকে দিয়ে দিন, আমাদের আল্লাহ মালিক।"

ওয়াকেদি টাকার পুরো থলে হাশেমি সাহেবকে দিয়ে দিলেন।

"গল্প কি শেষ হয়ে গেল?" শফিক বললো।

"না এখনো শেষ হয়নি।" মা বললেন। "হাশেমি সাহেব থলে নিয়ে কিছু দূর গেছেন, দেখলেন সেই ব্যবসায়ী বন্ধু রাস্তায় আসছেন যার কাছে থেকে ওয়াকেদি টাকার থলে এনেছিলেন। এই ব্যবসায়ীও হাশেমি সাহেবের বন্ধু ছিল। রাস্তায় সালাম কালাম হলো। ব্যবসায়ীর বন্ধু বললেন, "আমার দোকানের মাল কিনতে যেতে হবে। কিন্তু টাকা নেই। আমি খুব পেরেশান। আজকে না কিনলে ওই মাল বিক্রি হয়ে যাবে।"

"আচ্ছা এই কথা।" হাশেমি সাহেব বললেন এবং ওই টাকার থলে তাকে দিয়ে দিলেন।

"বাহ! বাহ! টাকার থলে শেষ পর্যন্ত আবার ব্যবসায়ীর কাছে ফিরে এলো।" সাফিয়া বললো এবং সব ছেলেমেয়েরা চিৎকার করে উঠলো।

"এবং তিনজনই ত্যাগ স্বীকার করলো" শফিক বললো।

"তারপর কি হলো জানো?" আম্মা বললেন।

"ওয়াকেদি বাগদাদ শহরে থাকতেন। বাগদাদের বাদশাহের এক উজির ছিলেন। তিনি ওয়াকেদিকে খুব সম্মান করতেন। তিনি খুব দানশীল ছিলেন। তিনি এই ঘটনা শুনলেন।

"ঘটনা। ঘটনা অর্থ কি আম্মা?" শফিক প্রশ্ন করলো।

সাফিয়া বললো "শফিক ভাই গল্প শুনতে চান না। খালি অর্থ মুখস্ত করতে চান।"

www.pathagar.com

"ঘটনা অর্থ হলো, সত্য সত্য যে ঘটে গেলো।"

আম্মা গল্পের বাকি অংশ বলতে লাগলেন—"উজির সাহেব ওয়াকেদিকে ডেকে পাঠালেন। সম্মানের সাথে বসতে দিলেন ও ঘটনা জিজ্ঞেস করলেন।

উজির সাহেব বললেন, "আমি আজকেই আপনাদের তিন বন্ধুর ত্যাগের কথা শুনলাম। সেটা কি ঠিক?"

"জি ঠিক কথাই শুনেছেন?" আল্লাহর শুকর আদায় করি। ওয়াকেদি বললেন।

উজির সাহেব এই কথা শুনে জনাব ওয়াকেদিকে টাকার দশটা থলে দিলেন। প্রত্যেক থলের মধ্যে এক হাজার করে টাকা।

উজির সাহেব বললেন, দু' হাজার করে আপনারা তিন বন্ধু নিবেন। ছয় হাজার গেলো আর বাকি চার হাজার তাকে দিবেন যার ত্যাগ সবার চাইতে বেশী হয়েছে।

ওয়াকেদি খুব চিন্তা করতে লাগলেন যে কার ত্যাগ বেশি হয়েছে। বুঝতে না পেরে উজির সাহেবকে বললেন, "আমরা তিন বন্ধু সমান ত্যাগ করেছি কিন্তু চতুর্থ কে?"

উজির সাহেব বললেন, "তিনি হলেন আপনার স্ত্রী। তিনি সবার থেকে বেশি ত্যাগ স্বীকার করেছেন। কেন? মা তার ছেলেমেয়েদের কতো যে ভালবাসে সেটা আপনি জানেন। তিনি তার ছেলেমেয়েদের কাপড়ের কষ্টের কোন চিন্তা না করে টাকার থলে দিয়ে দিলেন। সে জন্য এই চার হাজার টাকা ওনাকে দেবেন।"

ওয়াকেদি খুব খুশী হয়ে বাসায় ফিরলেন।

সবাইকে টাকার ভাগ দিয়ে ছেলেমেয়ে নিয়ে আনন্দের সাথে ঈদ পালন করলেন।

www.pathagar.com

হারানো মুক্তার হার

হিজরী শতাব্দীর কথা। তখন মক্কা নগরীতে আবু বকর নামে এক যুবক থাকতো। সে ছিল খুব অভাবী, দু'দিন খেতে

www.pathagar.com

পায়নি। পথে বেরিয়েছে কাজের সন্ধানে। খুব দুর্বল, ধীরে ধীরে হাটছে। রাস্তায় একখানে একটা সিল্ক কাপড়ের সুন্দর থলে পড়ে আছে। থলের মুখটা রঙিন সুতা দিয়ে বাঁধা। প্রথমে সে ইতস্তত করলো। পরে ওটা তুলে বাসায় ফিরলো। থলে খুলে দেখে, তাতে সুন্দর এবং বেশ দামী মুক্তার হার। এমন দামী জিনিস সে কোনদিন দেখেনি।

হারটা বাসায় রেখে আবার বেরিয়ে পড়লো। সেই রাস্তা দিয়ে আবার হাঁটতে লাগলো। কিছু দূর গিয়ে দেখলো, একজন বৃদ্ধ হাজী তার হারানো হার সম্পর্কে ঘোষণা দিচ্ছেন। তার হাতে রুমাল বাধা পাঁচ শ' দিনার। তিনি বললেন, "এই পাঁচ শ' দিনার আমি সেই আল্লাহর বান্দাকে দিতে চাই যে আমার হারানো হার আমার কাছে পৌছে দেবে।"

আবু বকর খুব খুশি হলো এবং মনে মনে ভাবলো, হারটা এই বৃদ্ধের হতে পারে। তাই বৃদ্ধকে বললো, "আপনি আমার সাথে আসুন।" বৃদ্ধকে নিয়ে সে বাসায় গেলো এবং তার কাছে হারের বর্ণনা শুনলো। কয়টা মুক্তা আছে, কি রঙের সুতা আছে, বিশেষ চিহ্ন কি আছে—এসবই জানলো। সব জেনে নিয়ে বললো, "এই দামী হার আপনারই, আপনি নিয়ে যান।"

হাজী সাহেব তার ঘোষণা মোতাবেক পাঁচ শ' দিনারের রুমাল বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, "নিন আপনার পুরস্কার।"

আবু বকর বললো, "জি না, আমি নেবো না। এটা আপনার জিনিস। আমারই উচিত ছিল আপনার কাছে পৌছে দেয়া। এই দায়িত্ব পালনের কাজটি আল্লাহ আমার জন্য আসান করে দিয়েছেন। আমি এর বিনিময়ে কিছু নেবো না।"

হাজী সাহেব অনেক জোর করলো কিন্তু আবু বকরের বিবেক অর্থ গ্রহণে রাজি হলো না। যদিও দু' দিনের ভুখা ছিল সে।

www.pathagar.com

হাজী সাহেব বললেন, "ঠিক আছে, টাকা নিবেন না। চলুন আপনাকে কিছু খাওয়াবো।

আবু বকর জোর করে এক হোটেলে নিয়ে গেলো। সেও আপত্তি করলো না। তাকে পেট ভরে খাইয়ে ও তার জন্য দোয়া করে হাজী সাহেব চলে গেলেন।

বছরখানেক পরে আবু বকর অভাবের কারণে বিদেশ যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলো। সমুদ্রে নৌকায় উঠলো। আরব সাগরে মালদ্বীপের কাছে এসে নৌকা ঝড়ে পড়ে ভেঙ্গে গেলো। সব যাত্রীরা ডুবে গেলো। আবু বকর একা নৌকার এক ভাঙ্গা কাঠ ধরে বেঁচে গেলো। পরের দিন সমুদ্রের ঢেউ তাকে ভাসিয়ে নিয়ে একটি দ্বীপে ফেলে দিল।

আবু বকর খুব ক্লান্ত ও দুর্বল। কোন রকমে সাতরিয়ে কূলে উঠলো। দাঁড়াতে পারছে না। কয়েক কদম গিয়েই পড়ে গেলো। আধমরা অবস্থায় বালির উপরে পড়ে থাকলো।

দ্বীপে জেলেদের গ্রাম। একজন জেলে গ্রাম থেকেই লক্ষ্য করলো। সে আর একজনকে সাথে নিয়ে দৌড়ে এসে আবু বকরের কাছে দাঁড়ালো।

"লোকটা কি মারা গেছে?" একজন বললো। দ্বিতীয়জন তার নাড়ি দেখে বললো ঃ "না, বেঁচে আছে। ধরো নিয়ে যাই।

একজন মাথা আর অন্যজন পা ধরে তাকে তুলে ফেললো এবং গ্রামের দিকে হাঁটতে লাগলো। কাছেই এক ঘরে উঠলো।

"তাড়াতাড়ি ডাবের পানি নিয়ে আয়।" একজন অন্যজনকে বললো। এর মধ্যে বেশ কিছু লোকজন জমা হয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যে দ্বিতীয়জন ডাবের পানি নিয়ে আসলো, প্রথমজন পানির বাটি নিয়ে আবু বকরের মুখে ধরলো। আবু বকরের জ্ঞান ফিরে এসেছিল। সে চারদিকে তাকিয়ে পানির বাটিতে মুখ দিল। তার

www.pathagar.com

খুব পিপাসা লেগে ছিল।

একজন জেলে আবু বকরকে জিজ্ঞেস করলো, "আপনি এখানে কেমন করে ভেসে আসলেন।

আবু বকর আস্তে আস্তে বললো, "আমি আবু বকর, মক্কার লোক।" সে নৌকা ডোবার ঘটনাও বললো, এ রকম ঘটনায় এই দ্বীপের লোকেরা অভ্যস্ত। তারা খুব অবাক হলো না। জেলেদের সরদার সান্ত্বনা দিয়ে বললো, "কোন চিন্তা করবেন না। আপনার হায়াত ছিল। আল্লাহ আপনাকে বাঁচিয়েছেন। আপনি আমাদের এই মসজিদে কয়েকদিন বিশ্রাম নিন। পরে কোন বিদেশী নৌকা আসলে আপনাকে আমরা পাঠিয়ে দেবো। পাশের লোকের দিকে তাকিয়ে বললো, "ওমর তোমার বাসা কাছে। তুমি এর খাওয়া দাওয়া ও যত্নের দায়িত্ব নাও, যাতে ওর কোন কষ্ট না হয়।"

আবু বকর মাথা ঘুরিয়ে চারদিকে তাকালো, মনে মনে ভাবলো ঃ তাই তো, এই ঘরটা মসজিদ। তাহলে এই দ্বীপে মুসলমান বসতি আছে। এই জেলেরা মুসলমান।

কিছুক্ষণ পরে নামাযের সময় সেই ওমর এসে আযান দিলেন। কিছু মুসল্লী একত্র হয়ে নামায পড়লেন। আবু বকরও নামায পড়লো। মসজিদের ইমাম ওমর, আবু বকরের খাওয়া ও নতুন কাপড়ের ব্যবস্থা করলেন। কয়েক দিনের মধ্যেই আবু বকর সুস্থ হয়ে উঠলো।

একদিন আবু বকর মসজিদে বসে সুন্দর সুরে কুরআন তেলাওয়াত করছেন। ওমর খাবার নিয়ে এসেছেন। শুনে তিনি বললেন, "আবু বকর ভাই আপনি তো ভালো কুরআন জানেন। নিশ্চয় আপনি লেখাপড়া শিখেছেন।

আবু বকর বললো, "হ্যাঁ, মক্কাতে মাদ্রাসায় কিছু শিখেছি।"

www.pathagar.com

"তাহলে তো ভালই হলো। আমরা একজন শিক্ষক খুঁজছিলাম, যিনি আমাদের ছেলেমেয়েদেরকে কুরআন শিখাতে পারেন। আমি মোড়লকে আজই বলবো। আপনি এ কাজের দায়িত্ব নিবেন?" ওমর বললেন।

সাময়িকভাবে নিতে পারি, আবু বকর বললো। সে বসে বসে গ্রামের লোকের অনুগ্রহের উপর থাকতে চায় না। তাদেরও কিছু উপকার করতে চায়।

পরের দিন ওমর গ্রামের মোড়লের সাথে আলাপ করে আবু বকরকে মসজিদে ইমামতি ও ছেলেমেয়েদের জন্য মক্তব্যের শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব দিলেন। এ কাজ আবু বকরেরও খুব ভাল লেগে গেলো। দ্বীপের লোকেরা তাকে সম্মান করতো ও ভালবাসতো। তাকে হাদিয়া তোফা দিতো। তার অভাব মিটে গেলো।

কিছুদিন পর ওমর এসে তাকে বললেন, "এক মরহুম হাজী সাহেবের মেয়ে আছে। আমরা চাই তাকে আপনি বিয়ে করেন।"

প্রথমে আবু বকর রাজি হলো না। দ্বীপের লোকেরা তাকে খুব অনুরোধ করলো। শেষে সে রাজি হলো। বিয়ে হয়ে গেলো। বিয়ের পর মেয়েকে তার সামনে নিয়ে আসা হলো। মেয়েটি সুন্দরী কিন্তু আবু বকরের দৃষ্টি মেয়ের গলার দিকে আটকে গেলো। মেয়ের গলায় সুন্দর মুক্তার হার। তার আর চোখ সরে না। এটা দ্বীপের লোকদের পছন্দ হলো না। লোকেরা মন্তব্য করলো, কি লোভী লোক! বউয়ের চেহারা না দেখে তার গলায় হারের দিকে দৃষ্টি। আবু বকর লোকদের চেহারা দেখে তাদের মনের ভাব বুঝতে পারলো। তখন সে মক্কায় পাওয়া মুক্তার হার ও তার মালিককে ফেরত দেয়ার কাহিনী বললো।

www.pathagar.com

গল্প শুনে সবাই "আল্লাহু আকবার" বলে চিৎকার করে উঠলো এবং হৈচৈ পড়ে গেল।

গ্রামের মোড়ল বললো, "হ্যাঁ এটা সেই হার যা মক্কায় হারিয়ে গিয়েছিল এবং সেই সম্মানিত হাজী সাহেব এই মেয়ের বাবা। তিনি আমাদের দ্বীপের এক কামিল বুজুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। কিছুদিন হলো তিনি মারা গেছেন। তিনি সবসময় বলতেন, 'পৃথিবীতে তিনি একজন সাচ্চা মুসলমান পুরুষ দেখেছেন, যে এ দামী হার পেয়ে ফেরত দিল। পাঁচ শ' দিনার পুরস্কারও নেয়নি। তিনি সবসময় আল্লাহর কাছে মোনাজাত করতেন যাতে সেই সাচ্চা বান্দাকে তার কাছে পাঠিয়ে দেন ও এমন অবস্থা করে দেন যাতে তার মেয়ের বিয়ে তার সাথে দিতে পারেন। আজ আমরা দেখলাম, সত্যি সত্যি আল্লাহ তার নেক বান্দার দোয়া কিভাবে কবুল করলেন।

"মারহাবা মারহাবা" চারদিকে শোরগোল পড়ে গেলো।

এই আবু বকর পরবর্তীকালে কাজী আবু বকর মোহাম্মদ বিন আবদুল বাকী আনসারী নামে নামকরা আলিম ও কাজী হলেন। এই ঘটনা ইউসুফ বিন খলিল তার বই "মোয়াজ্জম" এবং ইবনে রজব তার বই "তাবাকাতে হামবালা"তে উল্লেখ করেছেন।

www.pathagar.com

সাগরের ঢেউ

বড় ভাই, আর বাঁচলাম না, ডুবে মরলাম, ইয়া আল্লাহ বাঁচাও। লোকমান হারুনের বাহু ধরে কেঁদে ফেললো।

"ঘাবড়াস না, আল্লাহ মালিক, তৈরী থাক, সাগরে লাফ দিতে হবে। সাতরাতে পারবি তো ?" হারুন সান্ত্বনা দিল লোকমানকে। তারো মন ভেতর থেকে দুরুদুরু করছে। জাহাজের ডেকের কয়েক শ' মোসাফিরের মধ্যে এরা দু'জন। সবারই অবস্থা ত্রাহি ত্রাহি।

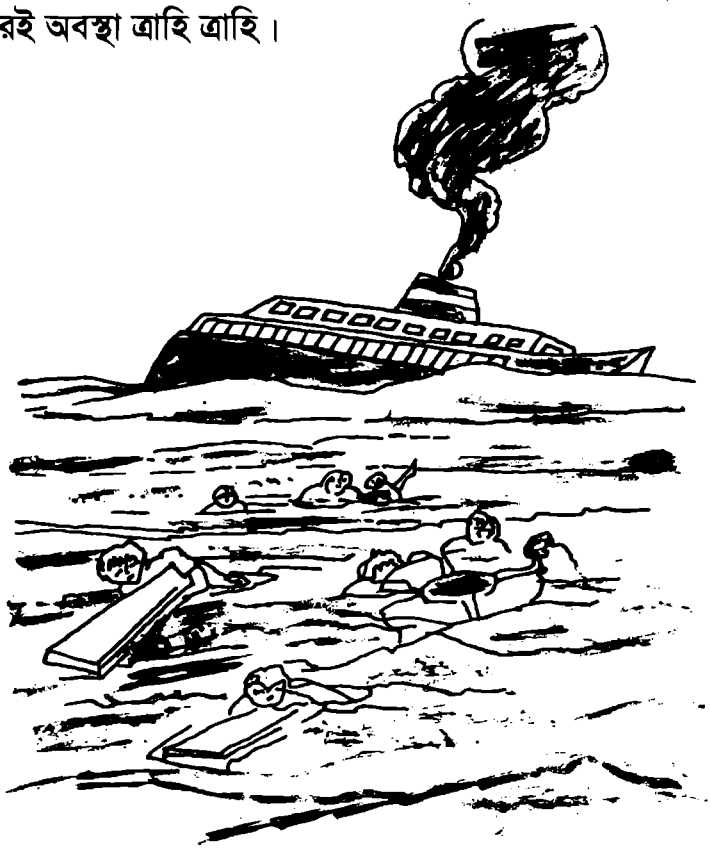

www.pathagar.com

বঙ্গোপসাগরের ঢেউ ও ঝড়ের মধ্যে পড়ে বাদুরা জাহাজ হাবুডুবু খাচ্ছে। দু' ঘন্টা আগে জাহাজ যখন চট্টগ্রাম ছেড়ে আসে তখন আকাশ পরিষ্কার ছিল। কিছুক্ষণ পরেই সারা আকাশ অন্ধকার হয়ে গেলো। জাহাজটা চট্টগ্রাম থেকে সন্দ্বীপ যাচ্ছিল। কয়েক শ' মুসাফির নিয়ে মাঝামাঝি জায়গায় পৌঁছলে ভীষণ ঝড় উঠলো। চারদিকের বড় বড় ঢেউ জাহাজের উপর আছড়ে পড়ছে। জাহাজ একবার ডানে, একবার বামে কাত হয়ে যাচ্ছে।

সারেং জাহাজের ইঞ্জিন চালু রেখেছে এবং উত্তর দিকে মুখ রেখে জাহাজ চালিয়ে যাচ্ছে। ইঞ্জিন থামালেই বিপদ, কাত হয়ে ডুবে যাবে।

মুসাফিরদের অবস্থা খারাপ। সবাই দৌড়াদৌড়ি করছে। সবাইর চেহারা মৃত্যুর ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। সবাইর মুখে আল্লাহর নাম। একজন আযান দিতে আরম্ভ করলো। আর একজন চিৎকার করে কালেমা পড়তে লাগলো।

"আল্লাহ আল্লাহ বলরে সকল মোমিন মাল্লা" একজন বলে উঠলো ঝড় থামছে না। আরো বেগবান হচ্ছে। হঠাৎ জাহাজটা একটু পূর্বদিকে ঘুরে গেল। সংগে সংগে দক্ষিণা বাতাসের এক ধাক্কায় জাহাজটা কাত হয়ে গেল। অনেক লোক ছিটকে সাগরে পড়ে গেলো। দক্ষিণ দিক দিয়ে জাহাজে পানি ঢুকে গেল। জাহাজ আস্তে আস্তে ডুবতে লাগলো।

"জাহাজ ডুবছে, জাহাজ ডুবছে।" একজন জাহাজের খালাসি চিৎকার করে বললো, "ছোট নৌকাগুলো নামাও, লাইফবয়া নামাও।" খালাসি দৌড়ে সারেং-এর কেবিনের দিকে চলে গেলো। ঝড়ের আওয়াজ, ঢেউয়ের গর্জন, মানুষের আহাজারি, মিলে এক করুণ দৃশ্যের সৃষ্টি হয়েছে। মাল-পত্রের মায়া এখন আর নাই। শুধু জান বাঁচানোর চেষ্টা। আল্লাহর নামে ধ্বনি।

www.pathagar.com

হারুন ও লোকমান ডুবন্ত জাহাজ থেকে সাগরে লাফ দেবার জন্য তৈরী হচ্ছে। তারা কোন ছোট নৌকাও পায়নি, লাইফবয়াও পায়নি। হারুন দেখলো পাশে একটা আট-দশ ফুট লম্বা কাঠের তক্তা পড়ে আছে।

লোকমান ধর এই তক্তা, এটা নিয়ে লাফ দিতে হবে। হারুন বললো।

দু'জন তক্তার দুই ধারে ধরে জাহাজের কিনারায় এসে পড়লো। জাহাজ অনেকটা ডুবে গেছে। ইতিমধ্যে অনেক লোক ছিটকে অথবা ঝাপ দিয়ে সাগরে পড়ে সাতরাচ্ছে।

হারুন বললো, "জাহাজ ডুবার আগেই জাহাজ থেকে দূরে সরে পড়তে হবে। না হলে জাহাজের সাথে পানির টানে তলিয়ে যেতে হবে।

বিসমিল্লাহ বলে দুইজন এক সাথে লাফ দিল। সাগরের পানিতে পড়লো এক হাতে তক্তা ধরে আর এক হাত দিয়ে দক্ষিণ দিকে তাড়াতাড়ি সাতরিয়ে জাহাজ থেকে দূরে সরে গেলো।

হারুন ও লোকমানের বাড়ি সন্দ্বীপ। সাগরে সাতারের অভ্যাস কিছু আছে। তারা জান প্রাণ দিয়ে সাতরিয়ে চলছে। ঝড়ের বেগ ও সাগরের ঢেউ তখনো কমেনি। জাহাজ ডুবে গেছে। লোকেরা বিভিন্নভাবে সাগরে ভাসছে। ঢেউয়ের মাথায় মাঝে মাঝে মানুষের মাথা দেখা যাচ্ছে। সন্দ্বীপ এখান থেকে কয়েক মাইল দূরে। হারুন ও লোকমান তক্তা ধরে ভাসছে। ঢেউয়ে একবার ডুবে যাচ্ছে আর একবার ভেসে উঠছে। হারুন বুঝতে পেরেছে একটা তক্তা দু'জনকে সামলাতে পারবে না।

হারুন ছোটবেলা থেকে ওয়াপদা অফিসের একজন ডাইরেক্টরের বাড়ীতে মানুষ হয়েছে। ফরসা রং, স্বাস্থ্য ভাল।

www.pathagar.com

মধ্যম উচ্চতা। সবসময় হাসি-খুশী চেহারা। ব্যবহারও ভাল। মানুষের সেবা করতে তার ভাল লাগে। বড় হয়ে ওয়াপদা অফিসে পিয়নের চাকরি নেয়। বছরে দু' একবার বাড়ীতে যায়। ঢাকা থেকে ট্রেনে চট্টগ্রাম, তারপর জাহাজে সন্দ্বীপ। এবারে একটা পারিবারিক প্রয়োজনে তার ছোট বোনের বর লোকমানকে নিয়ে বাড়ী গেলো। লোকমান ঢাকাতে পান বিক্রি করে। মিরপুরে তার একটা ছোট পানের দোকান আছে।

পরের দিন সকাল। সন্দ্বীপের উপকূলে লোকের ভীড়। বাদুরা জাহাজ ডুবে যাওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়েছে সারা সন্দ্বীপে। উপকূলে জেলেদের নৌকা কিছু কিছু লোককে সাগরে ভাসমান অবস্থা থেকে উদ্ধার করে কূলে নিয়ে এসেছে। লোকেরা তাদের কাছ থেকে তাদের আত্মীয়-স্বজনের খোঁজ নিচ্ছে।

লোকমান খালি গায়, শুধু লুঙ্গি পরা অবস্থায় মাথায় দু' হাত দিয়ে বসে বসে কাঁদছে। "হারুন ভাই, হারুন ভাই, বলে বিলাপ করছে। তার চার পাশে লোক ঘিরে আছে। এক বৃদ্ধ তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। বৃদ্ধ লোকটা লোকমানের গ্রামের লোক। এই এলাকায় কোন এক কাজে এসেছিল। জাহাজ ডুবার খবর শুনে সেও খবর নিতে এসেছে। লোকমানকে দেখে চিনলো ও কাছে এসে সান্ত্বনা দিতে লাগলো। "লোকমান বাবা, আল্লাহ তোমাকে বাঁচালেন জিনিসপত্র যা গেছে যাক আবার হয়ে যাবে, দুঃখ করো না।"

লোকমান হাউ মাউ করে কেঁদে বললো, "চাচা, হারুন ভাইকে তো আর পাবো না। সে আমাকে বাঁচানোর জন্য প্রাণ দিলো।"

"হারুন কে ? কি ঘটনা বলো ?" বৃদ্ধ বললো।

লোকমান বললো, "হারুন আমার স্ত্রীর বড় ভাই। আমি ও তিনি একটা তক্তা নিয়ে সাগরে লাফিয়ে পড়েছিলাম জান

www.pathagar.com

বাঁচানোর জন্য। পরে দেখলাম একটা তক্তায় আমরা দু'জন ভাসতে পারবো না। দু'জনের বোঝা একটা ছোট তক্তা বহন করতে পারছে না। বার বার ডুবে যায়। তখন হারুন ভাই আমার জন্য তক্তা ছেড়ে দিলেন। আমার কিছু বলার আগেই তিনি তক্তা ছেড়ে খালি হাতে সাতরাতে লাগলেন। মুহূর্তে সাগরের ঢেউ তাকে অনেক দূরে নিয়ে চলে গেলো। আমি চিৎকার করে উঠলাম। কিন্তু তাকে আর দেখতে পেলাম না। দক্ষিণ দিকে সাগরের অথই পানিতে তলিয়ে গেলেন। লোকমান হাউ মাউ করে কেঁদে উঠলো। "হারুন ভাই আমার জন্য কত বড় ত্যাগ স্বীকার করলেন। আমি তার শোধ দিতে পারবো না।"

চারপাশে দাঁড়ানো লোকগুলো অবাক হয়ে লোকমানের কথা শুনছে।

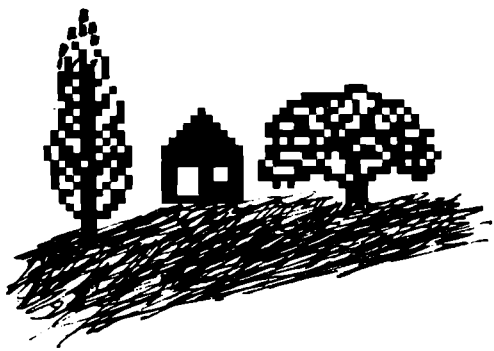

www.pathagar.com

পরিবর্তন

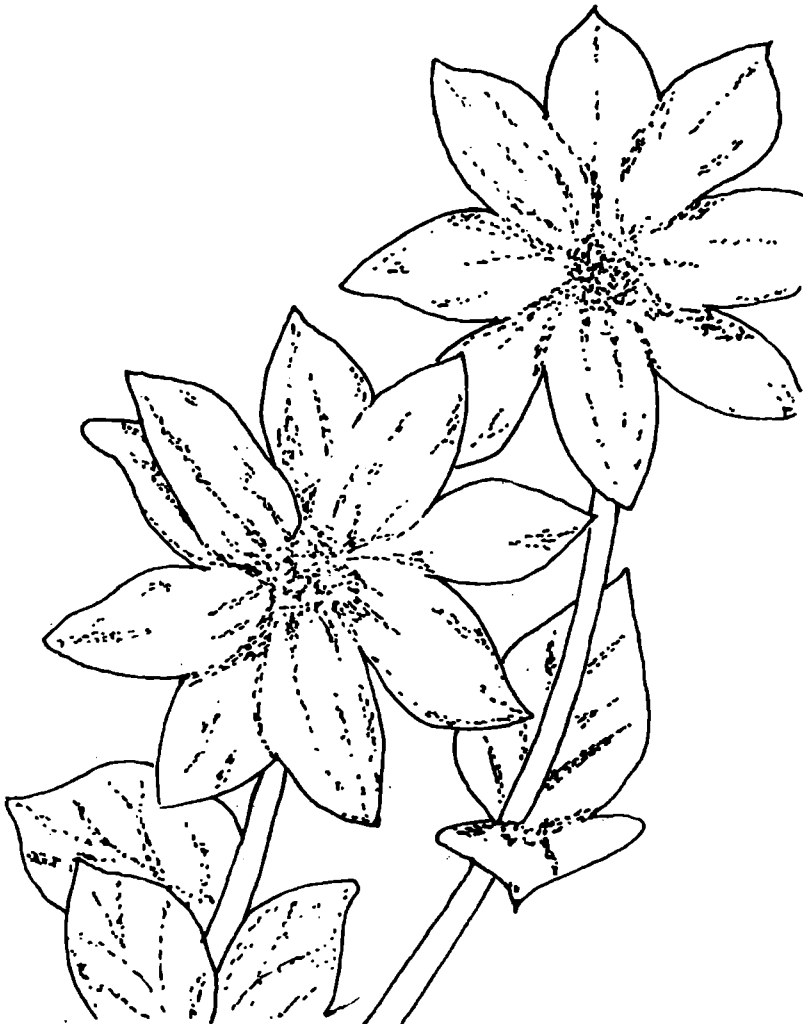

রফিক থানা হাজত থেকে বেরিয়ে সোজা তাদের আড্ডার দিকে রওনা হলো। যেখানে তার সাথীরা অবসর সময় কাটাত, অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতো। ভবিষ্যতের পরিকল্পনা করতো এবং নেশার জিনিস খেত। আড্ডায় পৌঁছার পর দেখলো শুধু রাজা

www.pathagar.com

বসে আছে। রাজা তার পায়ের আঘাত গরম পানি দিয়ে সেঁকছিল। গতকাল বলাকা সিনেমার সামনে পকেট মারতে গিয়ে ধরা পড়ে পিটুনি খাওয়ার ফল। ভাগ্যিস পরিচিত পুলিশ হাবিলদার এসে পড়েছিল, নয়তো পাবলিক মেরেই ফেলতো।

রফিক আড্ডায় ঢুকে রাজার পিঠ চাপড়ে বললো, "বেটা ওস্তাদের খিদমত কর। নয়তো পাবলিক ভালবাসলে হাসপাতাল দেখা লাগবে। তখন পুলিশও কাজে আসবে না। তোমার সাহসও কাজে লাগবে না। ওস্তাদের দোয়া কাজে লাগবে।"

"থাক থাক, দেখছি তোমার ওস্তাদী।" রাজা বললো, পুলিশ ছেড়ে দিয়েছে, তাই মাথা আসমানে উঠেছে। মনে হচ্ছে ভাল মেহমানদারী করেছে।

রফিক বললো, "আরে ! ওরা মেহমানদারী কি করবে। শুধু ভাল থাকার নসিহত করলো। কিন্তু তারা দেখে না যে, লোক বেকার—চাকরি পায় না। তার সংসার চলার কি ব্যবস্থা হবে ? নিজেরা ঘুষ না খেয়ে পারে না। আর আমাদেরকে নসিহত করে। রফিক হাত নাড়িয়ে বললো, "থাক রাজা তাড়াতাড়ি করে একটি স্পেশাল সিগারেট বানিয়ে দে। দু'দিন যাবত পাইনি। রাজা ঘরের ভেতরে যেয়ে নেশার সিগারেট বানিয়ে নিয়ে আসলো।

রফিককে মনে হচ্ছিল কতদিনের পিপাসিত ! তাড়াতাড়ি জ্বালিয়ে মুখে নিয়ে জোরে একটান মারলো। সমস্ত ধোঁয়া বুকের ভেতর নিয়ে চোখ বন্ধ করে বেশ তৃপ্তির সাথে দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়লো। তার বেশ আনন্দ লাগছিল।

হাজতের ক্লান্তি সংসারের চিন্তা অন্য সব সমস্যা যেন আস্তে আস্তে ধোঁয়ার সংগে উড়ে যাচ্ছিল। মনটা এক গভীর পাতালে নেমে গেল। হঠাৎ নেশাবস্থায় তার চিন্তায় ছেলেদের চেহারা ভেসে উঠলো। সাথে সাথে বউয়ের চেহারাও ভেসে উঠলো।

www.pathagar.com

হঠাৎ নেশার ঝিমুনী থেকে মাথা ঝাকানি দিয়ে শক্তি সঞ্চয় করে রফিক উঠে দাঁড়ালো।

রফিক তার বাড়ীর দিকে রওনা দিল। গ্রীন রোডের ব্যাংকের কাছে এসে একটু থামলো। এক বৃদ্ধ লোক পকেটে টাকা রাখতে রাখতে ব্যাংক থেকে বের হলো। রফিক ভাবলো শিকার পাওয়া গেছে। তার নিশ্বাস জোরে জোরে চলতে লাগল। নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে দ্রুত হাঁটতে লাগলো। হাঁটতে হাঁটতে শিকারের আগে চলে গেল। কিছুদূর এগিয়ে আবার লোকটার দিকে ফিরে আসল। কাছে এসে লোকটার সংগে হঠাৎ ধাক্কা খেল। পাকা পকেটমারের মত সঙ্গে সঙ্গে তার আঙ্গুল কাজ করে ফেললো। লোকটার পকেট থেকে নোটের বান্ডিল তার পকেটে এসে পড়লো। লোকটার কাছে ধাক্কা লাগার জন্য ক্ষমা চেয়ে সে তাড়াতাড়ি রাস্তার অন্যদিকে হাঁটতে লাগল। রফিক তাদের আড্ডার দিকে রওনা দিল। হাঁটতে হাঁটতে আবার তার পরিবারের চেহারা চোখে ভেসে উঠলো। গত তিন দিনের খবর জানে না, তারা কিভাবে আছে?

রফিক যখন পুরনো শহরের এক ঘনবসতি এলাকায় তার ঘরে ফিরে আসলো তখন রাত হয়ে গেছে। মুলি বাঁশ ও টিনের ঘর। বেড়া দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে। ঘরের ভেতরে উঁকি দিয়ে দেখলো, তার দুই সন্তান ঘুমিয়ে পড়েছে কিন্তু তাদের মা নাই। ডাক দিল, "সাদেকের মা।" কিছুক্ষণের মধ্যে তার বউ দৌড়িয়ে এসে সামনে দাঁড়ালো। "কই ছিলা কি ব্যাপার?" রফিক একটু রাগ করে বললো।

"তুমি দুইদিন কই ছিলা?" বউ বললো। রফিক বললো, "আমি মেহমানখানায় ছিলাম, তুমি এখন কোথা থেকে আসতাছো? একটু হাজী সাহেবের বাড়ীতে গেছিলাম, তার ছেলের অবস্থা খুব খারাপ। আরও সব মেয়েরা দেখতে গেছিল।

www.pathagar.com

ছেলের মা খুব পেরেশান। বড় ডাক্তার বলছে যে, বড় হাসপাতালে নেয়া লাগবো। কিন্তু তাতে বেশী টাকা লাগবো। ছেলের মার কাছে যা গয়না ছিল সেগুলো বিক্রি করে ছেলের চিকিৎসায় শেষ করেছে। হাজী সাহেব জীবিত থাকলে কোন চিন্তা ছিল না। মহল্লার লোকেরাই বা কি করতে পারবে ? দিন আসে দিন যায়। আল্লাহ এমন অবস্থা যেন শত্রুকেও না দেয়। তার বউ এক নিশ্বাসে কথাগুলো বলে ফেললো।

"টাকা নাইতো কি হলো। নাও এটা দিয়ে এসো।" রফিক তার বউয়ের দিকে একশত টাকার দু'টি নোট বাড়িয়ে দিল। বউ কান্নাজড়িত কণ্ঠে বললো, "এই ধান্দা ছেড়ে দাও।"

"থাক থাক। বাজে কথা বলে লাভ নেই। যাও এই টাকাটা হাজী সাহেবের বউকে দিয়ে এসো।" রফিক তার বউয়ের নসিহত শুনতে চায় না।

চাকরি পাওয়ার চেষ্টা সে কম করেনি। বাড়ীর অভাব সহ্য হতো না। বাধ্য হয়ে পকেটমারের পেশা গ্রহণ করেছে। রফিক বিরক্তির সাথে মুখের সিগারেট ফেলে দিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে।

অনেকক্ষণ পর রফিকের বউ ফিরে এলো। "কি টাকা দিয়ে এসেছো ?" রফিক জিজ্ঞেস করলো।

'না টাকা নিতে রাজি করাতে পারলাম না। আমি অনেক সাধলাম কিন্তু কোন মতে নিতে রাজি করাতে পারলাম না।" রফিকের বউ বললো। "এই দুরাবস্থাতেও সে অস্বীকার করলো ? তোমার সাথে কি কোন রকম ঝগড়া হয়েছে ?"

"ঝগড়া কেন হবে ? বললো, তোমার মিয়ার কামাই হালাল না। তার টাকা ফিরিয়ে দাও। আল্লাহ চাইলে আমার ছেলে এমনি ভাল হয়ে যাবে। হারাম টাকা নিতে পারবো না।"

www.pathagar.com

কথা শুনে রফিকের মাথা ঘুরে গেল। সে ভাবতে পারেনি এমন প্রয়োজনীয় অবস্থায় কেউ এ ধরনের কথা বলতে পারে। রফিক তার পরিবারের প্রয়োজনের দিকে চেয়ে জায়েজ-নাজায়েজ অনেক কাজই করেছে। অনেক সময় বিবেকের বিরুদ্ধেও কাজ করেছে। আজ তার মনে হচ্ছে, বৈষয়িক প্রয়োজন ছাড়াও কিছু জিনিস আছে যা তার মাথায় ঢুকছে না। তার মনের ভেতরে হাজী সাহেবের বিধবা স্ত্রীর কথাগুলো সুইয়ের মতো ফুটতে লাগলো।

রফিক চিৎকার করে উঠলো, "আগামীতে আর কেউ এ ধরনের কথা বলার সুযোগ পাবে না। তার কণ্ঠ বেশ দৃঢ় মনে হলো।

পরদিন সকাল বেলা। ঊষার আলো রাতের অন্ধকারকে আস্তে আস্তে সরিয়ে দিয়েছে।

নিউ মার্কেটের সামনে মজুরদের জটলায় রফিককে দেখা গেল। টুকরি ও কোদাল নিয়ে দাঁড়ালো। কিছুক্ষণ পর এক কন্ট্রাক্টরের ট্রাকে মাটি কাটা মজুরদের সংগে রফিক উঠে পড়লো। হারাম রুজি থেকে মাটি কাটাকেই রফিক এখন ভাল মনে করে।

www.pathagar.com

প্রতিশোধ

স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়কার কথা। তখন দেশে অরাজকতা চলছে। আইন শৃংখলা ভেঙ্গে পড়েছে। মধুপুর শহরের একজন কুখ্যাত গুন্ডা কালু মাস্তান লুটপাটের ওস্তাদ। একদিন ডাঃ আলিম নামক এক ভদ্রলোক ও শান্তিপ্রিয় নাগরিকের বাসায় দলবলসহ ঢুকে পড়লো। ডাঃ আলিমের সব টাকা পয়সা, বউয়ের গয়নাগাটি লুট করে নিল। এমনকি তার শোয়ার সুন্দর খাট ও পরিষ্কার বিছানাও লুট করে নিয়ে গেল। ডাঃ আলিমের বউ বাধা দেয়ার চেষ্টা করলো। কালু মাস্তান তার সাথে খুব

www.pathagar.com

খারাপ ব্যবহার করলো ও তাকে অপমানিত করলো। ডাঃ আলিমের আট বছরের ছেলে রফিক অনেক অনুরোধ করলো, পায়ে পড়লো, তার বাপের খাটটা ফিরিয়ে দেবার জন্যে। কিন্তু কালু মাস্তান তাকে ধাক্কা দিয়ে দূরে ফেলে দিল। ডাঃ আলিমের ছোট্ট মেয়েটি কালু মাস্তানের কাপড় ধরে বাধা দেয়ার চেষ্টা করলো। কালু মাস্তান সে মেয়েটিকে উপরে উঠিয়ে এমন আছাড় মারলো যে, সে মেয়ে ছটফট করতে করতে মারাই গেল। সবাই চিৎকার করে উঠলো। কালু মাস্তান তার দলবলসহ মালপত্র নিয়ে পালিয়ে গেল।

বিশ বছর পরের ঘটনা। সেনাবাহিনীর অফিসার ক্যাপ্টেন রফিক তারাপুর টাউনে তার এক আত্মীয় আলী মিয়ার বাসায় বেড়াতে এলো। তাকে শোবার জন্য আলাদা একটি ঘর দেয়া হলো। সকাল বেলা আলী মিয়া নাশতার টেবিলে নাশতা রেখে বসে বসে ক্যাপ্টেন রফিকের জন্য অপেক্ষা করছে। অনেক দেরী হয়ে গেছে। ক্যাপ্টেন রফিক ঘর থেকে বের হয় না। নাশতা ও চা ঢেকে আলী মিয়া মেহমানের কামরায় খোঁজ নিতে যায়।

আলী মিয়া আস্তে করে দরজা খুলে দেখলো যে, ক্যাপ্টেন রফিক দুই হাটুর মাঝে মুখ রেখে চুপ করে বিছানায় বসে আছে মনে হচ্ছে যেন বড় রকম কোন মানসিক আঘাত পেয়েছে। আলী মিয়া ঘরে ঢুকলেও সে টেরও পেল না।

আলী মিয়া এগিয়ে তার কাছে গেল এবং আস্তে আস্তে করে জিজ্ঞেস করলো, "ভাই আপনি এত চিন্তিত কেন ? কি হয়েছে।"

যুবক ক্যাপ্টেন তার দিকে ভেজা চোখে তাকিয়ে দেখলো এবং বললো, "এই খাট যেটাতে আমি রাতে ঘুমালাম, আমার আব্বার। আজ থেকে বিশ বছর আগে যুদ্ধের সময় আমাদের সবকিছু লুট হয়েছিল এবং আমরা পথের ফকির হয়েছিলাম।"

www.pathagar.com

আলী মিয়া একটু ভয় পেয়ে বললো, "আমি এ খাটটা এই মহল্লার একজনের কাছ থেকে কিনেছিলাম। আমি জানতাম না সে কোথা থেকে পেয়েছিল।"

ক্যাপ্টেন রফিক উঠে দাঁড়ালো। বললো, "আমাকে তার বাড়ীর ঠিকানা দিন। আমি তার সাথে দেখা করবো।

কিছুক্ষণ পর ক্যাপ্টেন রফিক আর্মি ইউনিফর্মে সেই ব্যক্তির বাড়ীতে গেল। দেখে চিনতে পারলো সেই লুটেরা কালু মাস্তানকে। মধুপুরে তার লুটপাটের বদনাম হওয়াতে সে বেশ কিছুদিন থেকে তারাপুরে বসবাস করছে। সে এখন বৃদ্ধ হয়ে গেছে। কালু মাস্তান এই সৈনিক ক্যাপ্টেনকে দেখে প্রথমে ঘাবড়িয়ে গেল, তারপর জিজ্ঞেস করলো, "কি সাহেব কি জন্য এসেছেন?"

ক্যাপ্টেন বললো, "আমি ক্যাপ্টেন রফিক। তুমি বিশ বছর আগের কথা ভুলে গেছ। তুমি একটি নিরীহ লোকের সব জিনিসপত্র লুট করে নিয়েছিলে। এমনকি তার শোয়ার খাট এবং বিছানাও। তার আট বছরের ছেলেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিলে, যে তোমার কাছে দয়ার ভিক্ষা চেয়েছিল এবং তার বোনের কথা কি মনে পড়ে, যাকে তুমি হত্যা করেছিলে?

বৃদ্ধ কালু মাস্তানের সব পুরানো কথা মনে পড়তেই সে আজেবাজে কথা বলা আরম্ভ করলো। "যুদ্ধের সময় দেশের অবস্থা স্বাভাবিক থাকে না। তখনকার পরিবেশ পরিস্থিতি মানুষকে ভিন্নভাবে তৈরী করে দেয়। কার জিনিস কে নিয়ে যায়।"

কিন্তু ক্যাপ্টেনকে দেখে কালু বুঝতে পেরেছে, এই সেই আট বছরের ছেলে। এখন বড় হয়েছে এবং প্রতিশোধ নিতে এসেছে। কালু মাস্তান ভয় পেল। তার মাথায় ঘাম ছুটলো। কথা গলার ভেতর আটকে গেল। সে নুয়ে ক্যাপ্টেনের পা ধরে

www.pathagar.com

ফেললো ও বললো, "ক্যাপ্টেন সাহেব আমাকে ক্ষমা করে দিন। আমি খুব অন্যায় করেছিলাম। পাঠকবৃন্দ হয়তো ভাবছেন, এর পর আর্মি ক্যাপ্টেন নিশ্চয়ই পিস্তল বের করে কালু মাস্তানকে গুলী করে শেষ করবে। কিন্তু আপনাদের অনুমান ঠিক নাও হতে পারে। মানুষের মন যখন দুঃখে ভেঙ্গে যায়, তখন সে প্রতিশোধ নেয়ার অবস্থায় থাকে না প্রতিশোধ তার কাছে খুব ছোট জিনিস মনে হয়। তাতে সে মনের শান্তি পায় না। সে তখন বিষয়টিকে আল্লাহর বিচারের উপর ছেড়ে দেয়।

এই কাজই ক্যাপ্টেন রফিক করলো। কালু মাস্তানকে বললো, "তুমি আমার সাথে যে ব্যবহার করেছিলে তার জন্য আমি তোমাকে ক্ষমা করলাম। আমার মা-বাবার সাথে যা করেছিলে আশা করি তারাও তোমাকে ক্ষমা করে দেবেন। আমার ছোট বোনকে যে তুমি মেরে ফেলেছিলে তার জন্য আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন। ক্যাপ্টেন এই কথা বলার পর কালু মাস্তানের কোন ক্ষতি না করে চলে গেল। ক্যাপ্টেনের মনের উপর থেকে যেন একটি বোঝা নেমে গেল।

এদিকে কালুর মনের অবস্থা খারাপ হলো। সে মনে করতে আরম্ভ করলো যেন শেষ বিচারের দিনে এসে পড়েছে। তার প্রত্যেকটা কাজের হিসেব নেয়া হবে এবং তার বদলা দেয়া হবে। এই চিন্তা তাকে সবসময় অস্থির করে রাখতো এবং শেষে এই চিন্তা নিয়ে বছর খানেকের মধ্যে সে মারা গেল।

www.pathagar.com

আমাদের প্রকাশিত কিছু বই

- ★ মর্দে মুজাহিদ যুগে যুগে –বদরে আলম
- ★ চরিত্র মাধুর্য –বদরে আলম
- ★ তিনশ বছর ঘুমিয়ে –বদরে আলম
- ★ ভূল –বদরে আলম
- ★ কুচোচিংড়ির কৃতজ্ঞতা –বদরে আলম
- ★ পড়তে পড়তে অনেক জানা –আবদুল মান্নান তালিব
- ★ মা আমার মা –আবদুল মান্নান তালিব
- ★ কচিকাঁচার ছড়া –আবদুল মান্নান তালিব
- ★ কে রাজা –আবদুল মান্নান তালিব
- ★ মানুষ এলো কোথায় থেকে –আবদুল মান্নান তালিব
- ★ পরী রাজ্যের রাজকন্যা –শফীউদ্দীন সরদার
- ★ রাজার ছেলে কবিরাজ –শফীউদ্দীন সরদার
- ★ ভূতের মেয়ে লীলাবতী –শফীউদ্দীন সরদার
- ★ ভিন গ্রহের বন্ধু –আসাদ বিন হাফিজ
- ★ সত্যের সেনানী –এ.কে.এম. নাজির আহমদ
- ★ খাদিজাতুল কোবরা –মায়েল খায়রাবাদী
- ★ হযরত ফাতিমা যোহরা –কাজী আবুল হোসেন
- ★ দোয়েল পাখির গান –জাকির আবু জাফর
- ★ দুষ্ট ছেলে –জাকির আবু জাফর
- ★ এক রাখালের গল্প –জাকির আবু জাফর
- ★ আকাশের ওপারে আকাশ –জাকির আবু জাফর
- ★ ফুলে ফুলে দুলে দুলে –জাকির আবু জাফর
- ★ এসো নামাজ শিখি –মুফতী আবদুল মান্নান
- ★ জোসনা মাখা চাঁদ –সাজ্জাদ হোসাইন
- ★ মানুষের কাহিনী –আবু সলিম মুহাম্মদ আবদুল হাই
- ★ তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে –আনোয়ার হোসেন লালন

www.pathagar.com